গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৩৮.১৯-৩০১

তারিখঃ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ১১ জুন ২০১৯

বিষয়ঃ কনটেম্পট পিটিশন নং-১৭৪/২০১৯ (রিট পিটিশন নং-৫৩১২/২০১০ হতে উদ্ভূত) মামলা সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরণের নিমিত্ত সচিব মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত ওকালতনামা প্রেরণ।

সূত্রঃ (১) অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৯.০০৭.১৫.২৬৭, তারিখ: ০৬/৭/১৫ খ্রি:।
(২) মাননীয় উচ্চ আদালত হতে প্রাপ্ত কনটেম্পট পিটিশন নং-১৭৫/২০১৯ (রিট পিটিশন নং-৫৩৯৮/২০১০ হতে উদ্ভূত) মামলার রুলনিশি ও আর্জি।
(৩) ডিএমই এর স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.১৯-১২৭, তারিখ: ১৬/০৫/২০১৯ খ্রি.।
(৪) ডিএমই এর স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০৫.০০৬.১৯-১২৯, তারিখ: ১৯/০৫/২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলাধীন কোমরাইল আর,ডি,পি,টি ফারুকীয়া দাখিল মাদ্রাসাটি এমপিওভুক্তির জন্য ০১/০১/২০১০ তারিখ হতে কার্যকারিতা দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ০৬/৫/২০১০ তারিখের শিম/শাঃ১৩/এমপিও-১২/২০০৯/১৮৪ সংখ্যক স্মারকে প্রকাশিত তালিকায় নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেখে একই মন্ত্রণালয়ের ৩১/৫/২০১০ তারিখে শিম/শাঃ১৩/এমপিও-১২/২০০৯/২০৯ সংখ্যক স্মারকে এমপিওভুক্তির জন্য প্রকাশিত তালিকা হতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির নাম বাতিল করা হয়। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুপার, জনাব মো: রিজাউল করিম কর্তৃক মাননীয় উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং-৫৩১২/২০১০ মামলা দায়ের করা হয়।

২। রিট পিটিশন নং-৫৩১২/২০১০ মামলায় বিগত ৩১/০৩/২০১১ তারিখে মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়/আদেশ'র অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

" In the result, the Rule is made absolute. The impugned memo no শিম/শাঃ১৩/এমপিও-১২/২০০৯/২০৯ dated 31.05.2010 so far cancelling the name of the petitioner's Madrasha issued by the Senior Assistant Secretary, Section-13, Ministry of Education is hereby declared to have been made without any lawful authority and is of no legal effect".

৩। রিট পিটিশন নং-৫৩১২/২০১০ মামলায় গত ৩১/০৩/২০১১ তারিখে প্রদত্ত রায়/নির্দেশনার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-৩১৩/২০১৪ মামলা দায়ের করা হলে মাননীয় আপিল আদালত কর্তৃক বিগত ১২/০৩/২০১৫ খ্রি: তারিখে নিম্নরূপ রায়/নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

"The leave petition is out of time by 1040 days but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory. According, the Civil Petition for leave to appeal is dismissed as barred by limitation." ফলে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রিট মামলার রায়/আদেশ বহাল রয়ে যায়।

৪। উক্ত আপিল মামলার রায়ের আলোকে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট মামলার রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত আরো অন্যান্য ০৩টি প্রতিষ্ঠানের সাথে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির দাখিল স্তর এমপিওভুক্তির জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর নির্দেশনা দিয়ে অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সূত্রে বর্ণিত (১) নং স্মারকমূলে পত্র জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই/২০১৫ মাসে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি এমপিও তালিকাভুক্ত করা হয় এবং জানুয়ারি/২০১৬ মাস হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদানক্রমে তা চলমান আছে মর্মে এমপিও শিটের কপি হতে স্পষ্ট হয়।

৫। উল্লেখ্য-বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে বকেয়া প্রদানের বিষয়ে পিটিশনার এর আবেদন এবং Notice of Contempt এর প্রেক্ষিতে "রিট পিটিশন নং-৫৩১২/২০১০ মামলায় গত ৩১/০৩/২০১১ তারিখের রায় এবং সরকার পক্ষে দায়েরকৃত আপিল নং-৩১৩/২০১২ মামলায় গত ১২/০৩/২০১৫ খ্রি: তারিখের আদেশে বকেয়া প্রদানের নির্দেশনা না থাকায় কোমরাইল আর,ডি,পি,টি ফারুকীয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডুমুরিয়া, খুলনা এর শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুকূলে ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (এমপিও) প্রদানের সুযোগ নেই" মর্মে টিএমইডি হতে গত ১০/০৪/১৯ তারিখে ২০১ নং স্মারক মূলে আবেদনকারী এবং পিটিশনার এর পক্ষে কনটেম্পট নোটিশ প্রদানকারী (বিজ্ঞ আইনজীবী, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম) কে জানিয়ে দেয়া হয়। যার কপি ডিএমই-কে প্রদান করা হয়।

৬। পরবর্তীতে টিএমইডি-এর উক্ত পত্রের উপর সন্তুষ্ট না হওয়ায়/চাহিত সুবিধা না পাওয়ায় পিটিশনার সুপার, জনাব মো: রিজাউল করিম কর্তৃক তার প্রতিষ্ঠানটি (খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলাধীন কোমরাইল আর,ডি,পি,টি ফারুকীয়া দাখিল মাদ্রাসা) ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে এমপিও তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদানের দাবীতে কনটেম্পট পিটিশন নং-১৭৪/২০১৯ (রিট পিটিশন নং-৫৩১২/২০১০ হতে উদ্ভূত) মামলা দায়ের করা হয়।

৭। উক্ত কনটেম্পট মামলায় জনাব মো: আলমগীর, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে ১ নং এবং জনাব মো: সফিউদ্দিন আহমেদ, ডিজি, ডিএমই-কে ২ নং কনটেম্পটনর করা হয়েছে। গত ০২/৪/১৯ তারিখে মাননীয় কনটেম্পট আদালত কর্তৃক বর্ণিত মামলাটি শুনানী শেষে রিট পিটিশন নং- ৫৩১২/২০১০ মামলার ৩১/৩/১১ তারিখের রায়/আদেশ অবমাননার দায়ে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না; সে মর্মে ৩০/৪/১৯ তারিখ অথবা উক্ত তারিখের পূর্বে কারণ দর্শানোর জন্য কনটেম্পটনরগণের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

চলমান পাতা নং-০২

৮। উল্লেখ্য যে, "মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৫৩১২/২০১০ মামলা এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-৩১৩/২০১২ মামলার রায়ের ভিত্তিতে অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটিকে জুলাই/২০১৫ মাস হতে এমপিওভুক্ত করা হয়। রায়ের কোথাও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণকে ০১/০১/২০১০ খ্রি. তারিখ হতে এমপিও প্রদানের কোন নির্দেশনা নেই" মর্মে বিষয়টি মহামান্য কনটেম্পট আদালত-কে অবহিত করার জন্য সূত্রে বর্ণিত (৪) নং স্মারকের মাধ্যমে ডিএমই কর্তৃক ডিএমই এর বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৯। অন্যদিকে সূত্রে বর্ণিত (৩) নং স্মারকের মাধ্যমে উক্ত কনটেম্পট মামলায় সরকার পক্ষে জবাব দাখিল/প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরণের নিমিত্ত সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরের জন্য ওকালতনামা টিএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০। এক্ষণে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে দ্রুত নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক-

(ক) রিট পিটিশন নং-৫৩১২/২০১০ মামলার ৩১/০৩/২০১১ তারিখের রায় এবং সরকার পক্ষে দায়েরকৃত আপিল নং-৩১৩/২০১২ মামলার বিগত ১২/০৩/২০১৫ খ্রি: তারিখের আদেশ অনুযায়ী কোমরাইল আর,ডি,পি,টি ফারুকীয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডুমুরিয়া, খুলনা এর শিক্ষক-কর্মচারীদের জানুয়ারি/২০১৬ মাস হতে এমপিওভুক্তকরত: বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদান করা হচ্ছে এবং বর্তমানে এমপিও চালু আছে। বিষয়টি মহামান্য কনটেম্পট আদালতের গোচরে নেয়ার নিমিত্ত জবাবে তা উল্লেখ করা।

(খ) রিট পিটিশন নং-৫৩১২/২০১০ মামলার ৩১/০৩/২০১১ তারিখের রায় এবং সরকার পক্ষে দায়েরকৃত আপিল নং-৩১৩/২০১২ মামলার বিগত ১২/০৩/২০১৫ খ্রি: তারিখের আদেশে বকেয়া প্রদানের নির্দেশনা না থাকায় কোমরাইল আর,ডি,পি,টি ফারুকীয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডুমুরিয়া, খুলনা এর শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুকূলে ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (এমপিও) প্রদানের সুযোগ নেই" মর্মে টিএমইডি হতে গত ১০/০৪/১৯ তারিখে ২০১ নং স্মারক মূলে আবেদনকারী এবং পিটিশনার এর পক্ষে কনটেম্পট নোটিশ প্রদানকারী (বিজ্ঞ আইনজীবী, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম) কে জানিয়ে দেয়ার বিষয়টি কনটেম্পট মামলার জবাবে উল্লেখ করা।

(গ) কনটেম্পট মামলার বিষয়ে ডিএমই-এর নিজস্ব আইনজীবী দ্বারা নিয়মিত তদারকিকরত: সার্বক্ষণিক হালনাগাদ অবস্থা টিএমইডিকে অবহিত করা;

১১ এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত মতে ব্যবস্থা গ্রহনক্রমে আগামি ২৫/৬/২০১৯ খ্রি: তারিখের মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: (১) ওকালতনামা-১ পাতা।
(২) টিএমইডি'র গত ১০/০৪/১৯ তারিখের ২০১ নং স্মারকের পত্র-০১ পাতা।

১১/৬/১৯

(এ.কে.এম শহীদুল্লাহ)
উপসচিব (অডিট ও আইন)

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
বেঙ্গলিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২ সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩ অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪ যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫ অফিস কপি/মাস্টার কপি।